নিষেধাজ্ঞা আইন
Law of Injunction

(সর্বশেষ সংশোধিত এবং উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তসহ)

INJUNCTION

জি.এম.সালাহ্ উদ্দিন

জেলা ও দায়রা জজ (অব:)

রহিম ল' বুক হাউস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

নিষেধাজ্ঞা ও প্রাথমিক বিষয়াবলী

১.১ নিষেধাজ্ঞার সংজ্ঞা ২১

১.২ নিষেধাজ্ঞার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক. আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা: ২৪

খ. বিচারিক কার্যক্রম: ২৫

গ. পক্ষের প্রতি নির্দেশ: ২৫

ঘ. আইনসঙ্গত কাজ: ২৫

ঙ. অমান্যের ক্ষেত্রে শাস্তি: ২৫

১.৩ নিষেধাজ্ঞার শ্রেণী বিভাগ

১। নিষেধাজ্ঞার আদেশের কার্যকারিতার ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে: ২৬

ক. অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা: ২৬

খ. চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা:

১। নিষেধাজ্ঞার আদেশের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ:

ক. নিবারণমূলক নিষেধাজ্ঞা: ৩১

খ. বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা: ৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিশ্লেষণ

২.১ সম্পত্তির ক্ষতি নিবারণের জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ৩৩

২.২ চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ৩৫

২.৩ কে নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রার্থনা করতে পারে এবং কার বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করা যায়? ৩৮

২.৪ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর না করার ক্ষেত্রসমূহ

ক. উত্তম মামলা না থাকা: ৪৩

খ. অস্পষ্ট আবেদন: ৪৩

গ. সহজে প্রতিকারযোগ্য ক্ষতি: ৪৩
ঘ. আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট আশ্রয় গ্রহণে বাধা প্রদান: ৪৪
ঙ. আবেদনকারীর মৌন সম্মতি: ৪৪
চ. আবেদনকারীর নেতিবাচক আচরণ: ৪৪
ছ. সরকার বা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ: ৪৪
জ. চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রসমূহ: ৪৫
ঝ. অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ফলে ক্ষতি: ৪৫

২.৫ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য

ক. কার্যকারিতার সময়: ৪৭
খ. মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্যন্ত বলবত থাকার ক্ষেত্রে পার্থক্য: ৪৭
গ. উভয়পক্ষের শুনানি: ৪৭
ঘ. উদ্ভবগত দিক থেকে পার্থক্য: ৪৮
ঙ. নোটিশ প্রদানের বিষয়: ৪৮

২.৬ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বিবেচ্য মূলনীতি সমূহ:

ক. আপাতদৃষ্টিতে মামলা (prima facie case): ৪৮
খ. অপূরণীয় ক্ষতি (irreparable loss): ৫০
গ. সুবিধা-অসুবিধার ভারসাম্য (Balance of convenience and inconvenience): ৫২
ঘ. আবেদনকারীর আচরণ (Conduct): ৫৭
ঙ. মামলার বহুত্ব (Multiplicity of suits): ৫৮
চ. হুমকি বা হয়রানির বিষয়: ৬০

২.৭ যেসব পক্ষের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করা যায়

ক. অন্যায় কাজ সম্পন্নকারী ব্যক্তি: ৬১
খ. অন্যায় কাজ করতে চাওয়া ব্যক্তি: ৬১
গ. পৌরসভার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ৬১
ঘ. সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ৬১

ঙ. ভিন্নদেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ৬২
চ. নাবালকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আদেশঃ ৬২
ছ. জনস্বার্থের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ৬২
জ. প্রতিষ্ঠান বা জন সমষ্টির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ৬৪

২.৮ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারিযোগ্য কতিপয় বিষয়

ক. টেন্ডারের বিষয়: ৬৫
খ. অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা: ৬৮
গ. চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনঃ ৬৮
ঘ. ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, প্যাটেন্ট, ও ডিজাইন: ৬৯
ঙ. কোম্পানির কার্যক্রমের বিষয়েঃ ৭২
চ. ব্যাংকের লেনদেন: ৭২
ছ. যৌথ সম্পত্তির বিষয়ে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা: ৭৩
জ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা: ৭৪
ঝ. বন্টনের মোকদ্দমায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা: ৭৪
ঞ. শুধুমাত্র ঘোষণার প্রার্থনা করা ঘোষণামূলক মামলায় নিষেধাজ্ঞা: ৭৭
ট. নিযুক্তির বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা: ৭৭
ঠ. নির্বাচনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা: ৮০

২.৯ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ

ক. অন্যপক্ষকে নোটিশ প্রদানঃ ৮১
খ. নিষেধাজ্ঞার আদেশ সমাপ্তি, পরিবর্তন বা রদঃ ৮৩
গ. কর্পোরেশনের উপরে নিষেধাজ্ঞা: ৮৪
ঘ. অন্যপক্ষকে না শুনে প্রদত্ত আদেশ: ৮৫
ঙ. দ্রুত নিলামে বিক্রয়ের আদেশঃ ৮৬
চ. মামলার বিষয়বস্তু আটক, সংরক্ষণ ও পরিদর্শনঃ ৮৭
ছ. খাজনা পরিশোধে দখল প্রদানঃ ৯২
জ. আদালতে অর্থ জমা করা: ৯৩
ঝ. প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে মোকদ্দমা দায়ের করা হলে নিষেধাজ্ঞার বিধান: ৯৪
ঞ. দখলে থাকা ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার বিধান: ৯৫

ট. জারি মামলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার বিধান: ৯৭
ঠ. কতিপয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার প্রযোজ্যতা: ১০০
ড. কতিপয় আদালতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার প্রযোজ্যতা: ১০২
ঢ. পরবর্তী আবেদনসমূহের ক্ষেত্রে বিধান: ১০৩
ণ. নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান: ১০৪
২.১০ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল, রিভিউ ও রিভিশন ১১০

তৃতীয় অধ্যায়

অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা ১১৪
৩.২ অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি ১১৪
৩.৩ অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার বৈশিষ্ট্যসমূহ ১২০
ক. পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল: ১২০
খ. অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার অনুরূপ বিবেচনার বিষয়: ১২১
গ. অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা: ১২১
ঘ. স্বল্প সময়ের জন্য নিষেধাজ্ঞা: ১২২
ঙ. প্রতিপক্ষের উপরে নোটিশ ব্যতীত নিষেধাজ্ঞা জারি: ১২২
চ. স্থিতাবস্থা বজায় রাখা: ১২২
ছ. দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন: ১২৩
জ. পূর্ববর্তী আদেশকে প্রভাবিত করা: ১২৩
৩.৪ অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করা হয় ১২৪
ক. আপাত দৃষ্টিতে মামলা উপস্থাপন: ১২৪
খ. আসন্ন ক্ষতির অস্তিত্ব: ১২৫
গ. আবেদনকারীর ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে কিনা: ১২৭
ঘ. উন্নয়ন কার্যক্রম বা জনস্বার্থ জড়িত রয়েছে কিনা: ১২৭
ঙ. আবেদনকারী নির্দোষ অবস্থায় আদালতে এসেছে কিনা: ১২৭
৩.৫ অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আদালতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান ১২৭
ক. অন্যপক্ষকে নোটিশ প্রদান প্রয়োজনীয় নয়: ১২৮

খ. অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ রদ, পরিবর্তন বা বাতিলের বিধানঃ ১২৮
গ. দখলের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার বিধানঃ ১৩০
ঘ. আবেদনের স্বপক্ষে কারণ প্রদর্শনঃ ১৩২
ঙ. সরকারের উন্নয়ন কাজ বাধাগ্রস্থ না করাঃ ১৩২
চ. বেসরকারি পক্ষের অনুরোধে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞাঃ ১৩৪
ছ. অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে পক্ষের প্রতিকারঃ ১৩৫
জ. অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী কাজ অপসারনের বিধানঃ ১৩৬
ঝ. অন্য পক্ষকে শোনার মেয়াদঃ ১৩৭
ঞ. আবেদনকারীর বিরুদ্ধে নিস্পত্তিঃ ১৩৮
ট. অধিকতর ক্ষতিপূরণঃ ১৩৯
ঠ. কোম্পানির ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞাঃ ১৪০

৩.৬ অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল, রিভিশন ১৪১

৩.৭ অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারিযোগ্য সাধারণ কতিপয় বিষয় ১৪৫

ক. বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞাঃ ১৪৬
খ. চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞাঃ ১৪৭
গ. ট্রেডমার্ক লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেঃ ১৪৯
ঘ. পারফরমেন্স গ্যারান্টির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাঃ ১৫১
ঙ. ঋণ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞাঃ ১৫২
চ. অর্থ আদায়ের মোকদ্দমায় নিষেধাজ্ঞাঃ ১৫২
ছ. মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে হস্তান্তরঃ ১৫৩

চতুর্থ অধ্যায়
স্থিতাবস্থা

৪.১ স্থিতাবস্থা জারি ১৫৫

৪.২ স্থিতাবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক. নিষেধাজ্ঞার সমান প্রভাব: ১৬০
খ. বর্তমান অবস্থার রক্ষণ: ১৬১
গ. পূর্বের অবস্থার রক্ষণ নয়: ১৬৩
ঘ. স্থিতাবস্থা পুনঃস্থাপন: ১৬৪
ঙ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা: ১৬৪

৪.৩ স্থিতাবস্থার আদেশ প্রদানকালে আদালত কোন কোন বিষয় বিবেচনা করে থাকেন

ক. সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য: ১৬৫
খ. মোকদ্দমার সম্পত্তিতে উভয় পক্ষের অধিকার: ১৬৫
গ. স্থিতাবস্থার আদেশ প্রদান যুক্তিযুক্ত: ১৬৬
ঘ. মোকদ্দমা চলমান থাকাকালীন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন: ১৬৬
ঙ. ভবিষ্যৎ জটিলতার সম্ভাবনা: ১৬৭
চ. পক্ষের ক্ষতির বিষয়: ১৬৭

৪.৪ স্থিতাবস্থা সংক্রান্ত কতিপয় বিধান

ক. পক্ষের আচরণ: ১৬৮
খ. উভয়পক্ষের বিষয় বিবেচনা: ১৬৯
গ. কতিপয় ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা: ১৭০
ঘ. আপিলের বিধান: ১৭১
ঙ. স্থিতাবস্থার পুণঃস্থাপন সংক্রান্ত বিধান: ১৭২
চ. স্থিতাবস্থার মেয়াদ: ১৭২
ছ. যে সকল ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না সে সকল ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থাও নয়: ১৭৩

৪.৫ যে সকল মামলায় আদালত স্থিতাবস্থার আদেশ প্রদান করে থাকেন

ক. বন্টনের মোকদ্দমা: ১৭৩
খ. যৌথ সম্পত্তি: ১৭৪
খ. দলিল রদের মোকদ্দমা: ১৭৪
গ. চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মোকদ্দমা: ১৭৫
ঘ. মামলাভুক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন কাজ যুক্ত থাকলে: ১৭৫

ঙ. পৃথক মোকদ্দমা: ১৭৬
চ. রিভিশন মামলায় স্থিতাবস্থার আদেশ: ১৭৬
ছ. শ্রম সংক্রান্ত মামলায় বর্তমান অবস্থার রক্ষণ: ১৭৬
৪.৬ স্থিতাবস্থার আদেশ এবং স্থগিতাদেশের মধ্যে পার্থক্য ১৭৬

পঞ্চম অধ্যায়

বিশেষ নিষেধাজ্ঞা

৫.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনের অধীনে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ১৭৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা

৬.১ আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিষয়াবলী ১৮১
৬.২ দেওয়ানি কার্যবিধিতে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ১৮৫
৬.৩ অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে নিষেধাজ্ঞা জারি ১৮৭
৬.৪ অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগ কোন কোন ক্ষেত্রে করা যায় ১৯০
ক. পক্ষের আবেদনে বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে: ১৯০
খ. ফৌজদারি অভিযোগ থেকে বিরত রাখা: ১৯১
গ. স্থিতাবস্থা পুনঃস্থাপন: ১৯২
ঘ. পুলিশকে সাহায্য প্রদানের আদেশ: ১৯২
ঙ. বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা: ১৯৩
চ. আপিল আদালতের হস্তক্ষেপ: ১৯৪
ছ. মিথ্যা এবং প্রতারণার ক্ষেত্রে: ১৯৫
জ. মোকদ্দমাভুক্ত জমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে: ১৯৬
ঝ. অপরাধী পক্ষের বিরুদ্ধে কার্যক্রম: ১৯৭
ঞ. ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে: ১৯৮
ট. পূর্বে নির্মিত দেয়াল অপসারণ: ১৯৯
৬.৫ অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগ কোন কোন ক্ষেত্রে করা যায় না
ক. নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রদত্ত আদেশ: ২০০
খ. অন্য বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক: ২০০

গ. ন্যায় বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় না হলে: ২০১
ঘ. ৩৯ আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিষয়: ২০২
ঙ. আপিলের প্রতিকার প্রযোজ্য: ২০২
চ. বিদ্যমান সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হলে: ২০৩
ছ. ভিন্ন মামলায় নিষেধাজ্ঞা: ২০৪

৬.৬ অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত কতিপয় প্রয়োজনীয় বিধান

ক. দ্বিতীয় আবেদন: ২০৬
খ. তামাদি: ২০৬
গ. আপিলের বিধান: ২০৬
ঘ. বিবিধ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগ: 207
ঙ. আধা-বিচারিক কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রযোজ্যতা: ২০৮
চ. আদালত নয় এমন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগ: ২০৮
ছ. অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আদেশ সংক্রান্ত বিধান: ২০৯

সপ্তম অধ্যায়

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা

৭.১ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার অর্থ ও এর প্রকৃতি ২১১

৭.২ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য ২১৩

ক. উদ্দেশ্যের দিক থেকে পার্থক্য: ২১৪
খ. আইনগত পার্থক্য: ২১৪
গ. কার্যকারিতার সময়কাল: ২১৪
ঘ. আদালত কর্তৃক বিবেচনার ক্ষেত্রে পার্থক্য: ২১৫
ঙ. প্রতিকারের প্রকৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য: ২১৫
চ. আবেদনকারী পক্ষের ক্ষেত্রে পার্থক্য: ২১৫
ছ. নিষেধাজ্ঞা জারির পর্যায়: ২১৬

জ. নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিকারের ক্ষেত্রে পার্থক্য: ২১৬
ঝ. মূল্য অনুসারে কোর্ট ফি: ২১৭

৭.৩ যেসব বিষয় চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়

ক. নির্দোষ অবস্থা: ২১৭
খ. দখলের বিষয়: ২১৭
গ. বিরুদ্ধ দখল: ২১৮
ঘ. যে কোন উপায়ে দখল গ্রহণযোগ্য নয় ২১৮
ঙ. আইনগত চরিত্র: ২২১
চ. আইনগত কর্তব্য বিদ্যমান থাকলে: ২২১
ছ. সহ-অংশীদারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২২২
জ. সাক্ষ্য প্রমাণ: ২২২
ঝ. আপাত দৃষ্টিতে স্বত্ব: ২২২
ঞ. সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য: ২২২
ট. অধিকার লঙ্ঘন বা তার হুমকি: ২২৩
ঠ. তৃতীয় পক্ষের ক্ষতি: ২২৩
ড. অচলাবস্থার সৃষ্টি: ২২৩
ঢ. মামলা দায়েরের অধিকার: ২২৩
ণ. চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা: ২২৪
প. ভিন্নরূপ প্রতিকার বিদ্যমান: ২২৪
ফ. শর্ত সহকারে নিষেধাজ্ঞা: ২২৪
ব. বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন নিবারণের জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা: ২২৪
ভ. জনসাধারণের অধিকারে হস্তক্ষেপ: ২২৫

৭.৪ যে সকল বিষয়ের চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যায়

ক. বিবাদী বাদীর সম্পত্তির ট্রাস্টি: ২২৬
খ. প্রকৃত বা সম্ভাব্য ক্ষতি নির্ধারণের মানদন্ড না থাকা: ২২৬
গ. আর্থিক ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত প্রতিকার নয়: ২২৭
ঘ. আর্থিক ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার সম্ভাবনা: ২২৭
ঙ. বিচার বিভাগীয় কার্যধারার জটিলতা নিবারন: ২২৭
চ. সম্পত্তির ক্ষতিসাধন নিবারণের ক্ষেত্রে: ২২৭

ছ. জিম্মা চুক্তি ভঙ্গের হুমকির ক্ষেত্রে: ২২৭
জ. পাবলিক কোম্পানির পরিচালকগণের বিরুদ্ধে: ২২৮
ঝ. বীমা কোম্পানির পরিচালকদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা: ২২৮
ঞ. কার্য নির্বাহীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২২৮
ট. বন্দোবস্তকৃত সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা: ২২৯
ঠ. আইনজীবীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২২৯
ড. মেডিকেল এডভাইজারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২২৯
ঢ. ভাড়াটিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যমূলক উপভোগকে বিঘ্নিত করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা: ২৩০
ণ. জমির ক্ষতির ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২৩০
ত. অংশীদারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২৩১
থ. হিন্দু বিধবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২৩১
দ. যৌথ পরিবারের সদস্যের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা: ২৩২
ধ. দেউলিয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২৩২
ন. যাতায়াতের অধিকার সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা থেকে বিরত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা: ২৩৩
প. পাওনাদারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২৩৩
ফ. সংলগ্ন জমির মালিকের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা: ২৩৩
ব. প্যাটেন্ট কপিরাইট ও ট্রেডমার্ক: ২৩৪
ম. কোন ব্যক্তিকে অংশীদার বলে মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২৩৮
য. উত্তরাধিকারী কর্তৃক সম্পত্তি বিষয়ক পত্র প্রকাশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২৩৮
র. ব্যবসায়িক গোপনীয়তা লঙ্ঘন থেকে নিবারণের জন্য নিষেধাজ্ঞা: ২৩৯
ল. ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা: ২৩৯
শ. ক্লাব সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা: ২৩৯
ষ. উৎপাতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ২৪০

অষ্টম অধ্যায়

বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা

৮.১ বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার প্রকৃতি ২৪২

৮.২ বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে আদালত কোন

ক. স্থিতাবস্থা রক্ষণ: ২৪৫

খ. ফৌজদারি কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ: ২৪৬

গ. মৌন সম্মতি বিদ্যমান: ২৪৬

ঘ. স্বত্বহীন স্থানে করা কার্যের বিরুদ্ধে: ২৪৬

ঙ. সরকারি কর্তব্য সম্পাদন: ২৪৬

চ. অন্য পক্ষের অন্যায় কাজ: ২৪৭

ছ. আবেদনকারীর অধিকারের লঙ্ঘন: ২৪৭

জ. চলমান স্থিতাবস্থার আদেশের লঙ্ঘন: ২৪৭

ঝ. অপূরণীয় ক্ষতি: ২৪৮

ঞ. আসন্ন গুরুতর বিপদ: ২৪৮

ট. নতুন অবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নয়: ২৪৯

ঠ. বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন নিবারনের জন্য নিষেধাজ্ঞা: ২৫০

ড. আবেদনকারীর উপরে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ: ২৫১

ঢ. আদালতের আদেশ অমান্য করা নিবারণের জন্য: ২৫১

ণ. চরম এবং বাধ্যকর পরিস্থিতিতে: ২৫১

ত. ন্যায়পরায়নতার বিষয়: ২৫২

থ. ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা: ২৫৩

দ. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫৬ ধারা: ২৫৪

৮.৩ বাধ্যতামূলক এবং নিবারণমূলক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য

ক. উদ্দেশ্যগত পার্থক্য: ২৫৪

খ. আবেদনকারীর স্বত্ব ও অধিকার: ২৫৫

গ. সতর্কতার ক্ষেত্রে পার্থক্য: ২৫৫

ঘ নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র: ২৫৫

ঙ. কার্যকর করার ক্ষেত্রে পার্থক্য: ২৫৬

চ. প্রযোজ্য আইনগত বিধানের পার্থক্য: ২৫৬

৮.৪ কতিপয় মামলার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার প্রযোজ্যতা

ক. সম্পত্তিতে অনুপ্রবেশঃ ২৫৬
খ. নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্যঃ ২৫৭
গ. লাইসেন্স গ্রহীতার বিরুদ্ধে আদেশমূলক নিষেধাজ্ঞাঃ ২৫৭
ঘ. স্থিতাবস্থার আদেশ লঙ্ঘনঃ ২৫৮
ঙ. মানহানিকর বিবৃতির বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞাঃ ২৫৯
চ. দখল পুনঃস্থাপন ২৬০
ছ. উৎপাতের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞাঃ ২৬১
জ. অর্থ আদায়ের জন্য নিষেধাজ্ঞা নয়ঃ ২৬১
ঝ. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপঃ ২৬২
ঞ. ডিক্রিদারের প্রাপ্যতে হস্তক্ষেপঃ ২৬২
ট. বেদখল থাকা পক্ষকে দখলে ফেরানো যাবে নাঃ ২৬৩
ঠ. ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত প্রতিকার না হলেঃ ২৬৪
ড. আলো বাতাসের অধিকারে বাধা আরোপঃ ২৬৫
ঢ. স্বামী স্ত্রীর যৌথ সম্পত্তির বিষয়েঃ ২৬৫
ণ. সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের অযোগ্য চুক্তির ক্ষেত্রেঃ ২৬৭
ত. সহ মালিক বা সহ অংশীদারের ক্ষেত্রে আদেশমূলক নিষেধাজ্ঞাঃ ২৬৮

৮.৫ বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য কতিপয় বিধান

ক. কার্যকরযোগ্য প্রতিকার ২৬৯
খ. বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার তামাদিঃ ২৬৯
গ. বিলম্ব ব্যতীত আবেদনঃ ২৭০
ঘ. সুবিবেচনামূলক প্রতিকারঃ ২৭০
ঙ. আপিল পর্যায়ে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞাঃ ২৭০
চ. আবেদনকারীর প্রয়োজনঃ ২৭১

নবম অধ্যায়
নিবারণমূলক নিষেধাজ্ঞা

৯.১ নিবারণমূলক নিষেধাজ্ঞার সংজ্ঞা ২৭৩

৯.২ নিবারণমূলক নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান ২৭৩
ক. ক্ষতিপূরণ দ্বারা প্রতিকার হলে নিষেধাজ্ঞা নয়ঃ ২৭৪
খ. আবেদনকারীর অধিকার না থাকাঃ ২৭৪
গ. জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকরঃ ২৭৪
ঘ. আদালতের বিরুদ্ধে নয়ঃ ২৭৪
ঙ. দেশের প্রচলিত আইনে যেসব ক্ষেত্রে মোকদ্দমা দায়ের করা নিষিদ্ধঃ ২৭৪
চ. অকার্যকর আদেশ প্রদান করবে নাঃ ২৭৫
ছ. আপিল চলমান থাকলে নিষেধাজ্ঞাঃ ২৭৫
জ. চুক্তি ভঙ্গ রদের জন্যঃ ২৭৫
ঝ. অন্তর্বরতীকালীন সময়ের জন্যঃ ২৭৫
ঞ. চুক্তি অনুযায়ী বাধ্যবাধকতা সম্পন্নের জন্যঃ ২৭৫

দশম অধ্যায়

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান

১০.১ নিষেধাজ্ঞা যে সকল ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করা যায়
ক. বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম স্থগিতের জন্যঃ ২৭৬
খ. অধস্তন নয় এমন আদালতের কার্যক্রম স্থগিতের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যানের বিধানঃ ২৭৬
গ. আইন প্রণয়নকারী সংস্থার নিকট থেকে বিরত রাখার জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যানঃ ২৭৬
ঘ. সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ করে প্রার্থনা করা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যানঃ ২৭৭
ঙ. ফৌজদারি কার্যক্রম স্থগিত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর নয়ঃ ২৭৮
চ. সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের অযোগ্য চুক্তির লঙ্ঘন নিবারণের জন্য নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর নয়ঃ ২৭৯
ছ. অস্পষ্ট উৎপাতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর নয়ঃ ২৮০
জ. মৌন সম্মতি থাকলে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর নয়ঃ ২৮০
ঝ. সাধারণ কার্যক্রমের দ্বারা সমানভাবে ফলপ্রসু প্রতিকার পেলে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর নয়ঃ ২৮১
ঞ. নিষেধাজ্ঞার আবেদনকারী বা তার প্রতিনিধির আচরণ বিরূপ হলে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর নয়ঃ ২৮২

ট. মামলার বিষয়বস্তুতে আবেদনকারীর ব্যক্তিগত স্বার্থ যদি না থাকে তবে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর নয়: ২৮৩

১০.২ সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫৭ ধারার অধীনে নেতিবাচক চুক্তি পালনের জন্য নিষেধাজ্ঞা ২৮৪

১০.৩ সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫৭ ধারার উপাদানসমূহ

ক. দুটি অংশ: ২৮৫

খ. চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হবে না: ২৮৫

গ. সম্মতিসূচক অংশটি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের অযোগ্য: ২৮৫

ঘ. আবেদনকারী কর্তৃক বাধ্যবাধকতা পূরণ: ২৮৬

ঙ. নেতিবাচক অংশটি সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনযোগ্য: ২৮৬

নিষেধাজ্ঞার সংক্রান্ত কতিপয় আরজি, লিখিত জবাব, ও আবেদনের মুসাবিদা

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার আরজির মুসাবিদা ২৮৭

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫৫ ধারা মোতাবেক বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার আরজির বিরুদ্ধে বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাব ২৮৯

দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৯ আদেশ অনুযায়ী অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন ২৯১

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫৭ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞার আরজি ২৯৪

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমার আরজি ২৯৬

পত্রিকার খবর ৩০৪

প্রথম অধ্যায়

নিষেধাজ্ঞা ও প্রাথমিক বিষয়াবলী

বর্তমান আধুনিক আদালত ব্যবস্থায় জনসাধারণের অধিকার রক্ষার্থে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় তবে নিষেধাজ্ঞার প্রচলন বিশ্বের আদালত ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কিছু নয়। বরং আধুনিক নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আইনের উৎপত্তি হয়েছে বহু পূর্বে, প্রাচীন ইংল্যান্ডে। প্রাচীন ইংল্যান্ডে কমন ল আদালত এবং চ্যান্সেলরদের পরিচালিত ন্যায়পরায়ণতার আদালত নামে দুই ধরনের ব্যবস্থা চালু ছিল। কমন ল আদালত নির্ধারিত আইন সাপেক্ষে বিচারকার্য পরিচালনা করতো, আর চ্যান্সেলরদের পরিচালিত ন্যায়পরায়ণতার আদালত সে সকল ক্ষেত্রে প্রতিকার প্রদান যেখানে নির্ধারিত আইন দ্বারা কার্যকরভাবে ন্যায় বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না। ন্যায়পরায়ণতার আদালত বিচার কার্য পরিচালনাকারী নীতিগুলো প্রণয়ন করছিলেন যা পরিচিত ছিল ইকুইটির Twelve maxim হিসেবে। সেখান থেকেই বর্তমান নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আইনের উৎপত্তি।

১.১ নিষেধাজ্ঞার সংজ্ঞা

নিষেধাজ্ঞার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Injunction যা এসেছে রোমান Inrerdict শব্দ থেকে, রোমান Inrerdict শব্দটির অর্থ হল কোন কিছু নিবারণ করা। Inrerdict শব্দটির তিনটি গুরুত্বপুর্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা:

১। এর দ্বারা একটি বিচারিক কার্যক্রমকে নির্দেশ করা হয়।

২। এর দ্বারা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোন নির্দিষ্ট কাজ করতে বা কোন নির্দিষ্ট কাজ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

৩। এর দ্বারা কোন ব্যক্তিকে এমন নির্দিষ্ট কোন কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে কাজটি করতে বাধ্য এবং কোন ব্যক্তিকে এমন নির্দিষ্ট কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে কাজটি করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য।

নিষেধাজ্ঞাও মূলত এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আদালত কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কোন কাজ করতে বা নির্দিষ্ট কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকতেই নির্দেশ প্রদান করে থাকেন।
"নিষেধাজ্ঞা হল এমন একটি আদেশ বা রায় যার দ্বারা কোন পক্ষকে কোন নির্দিষ্ট কাজ করতে বা করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নিষেধাজ্ঞাগুলি হয় নিবারণমূলক (প্রতিরোধমূলক) বা বাধ্যতামূলক। তাই, উপদ্রব সৃষ্টি করা কাজ, বা একটি সহজতাকে ব্যাহত করা কাজ বা কোন কিছুর অপচয় করার কাজ, বা একটি পেটেন্ট লঙ্ঘন করা কাজ থেকে যে নিষেধাজ্ঞা বিবাদীকে বিরত রাখে তা হল একটি নিবারণমূলক নিষেধাজ্ঞা, অন্যদিকে যে নিষেধাজ্ঞা বিবাদীকে একটি দেয়াল বা অন্য কোন বাধা ভেঙে ফেলতে বা সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেয় তা হল একটি বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা বা বাধ্যতামূলক আদেশ। (Injunctions are either restrictive (preventive) or mandatory. Thus, an injunction restraining a defendant from causing a nuisance, or disturbing an easement or committing waste, or infringing a patent is a restrictive injunction, while an injunction ordering a defendant to take down or remove a wall or other obstruction is a mandatory injunction, or mandatory order.)
নিষেধাজ্ঞাগুলি হয় অন্তর্বর্তীকালীন (অস্থায়ী, স্বল্পস্থায়ী) বা চিরস্থায়ী। অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞাগুলি হল এমন যা অন্তর্বর্তী আবেদনের উপর মঞ্জুর করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকে, যেমন কোন কার্যক্রমের বিচার না হওয়া পর্যন্ত। একটি অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হল সব পক্ষের সর্বনিম্ন ক্ষতি সহকারে বিরোধীয় সম্পত্তি সংরক্ষণ করা, যতক্ষণ না তাদের অধিকারগুলি চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা যায়। আর চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাগুলি হল এমন যা মামলার বিচার বা শুনানির পর প্রদত্ত রায় বা আদেশের অংশ গঠন করে এবং, এগুলো তাদের নামের মতোই, সময়ের সাপেক্ষে সীমাবদ্ধ নয়। (Injunctions are either interim (provisional, interlocutory) or perpetual. Interim injunctions are such as are granted on interlocutory applications, and

continue until a certain period, eg until the trial of the action. The object of an interim injunction is to preserve the property in dispute, with the least injury to all parties, until their rights can be finally determined. Perpetual injunctions are such as form part of the judgment or order made at the trial or hearing of the action, and, as their name denotes, are not restricted as to time.)[১]"

নিষেধাজ্ঞার সংজ্ঞা বাংলাদেশের দেওয়ানি কার্যবিধি বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের না থাকলেও বিভিন্ন আইনজ্ঞগন নিষেধাজ্ঞাকে নিম্নরূপভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

Load Hals Bury এর মতে, "একটি নিষেধাজ্ঞা হল একটি বিচারিক কার্যক্রম যার মাধ্যমে একটি পক্ষকে কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা বিষয় করা বা চালানো থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়।"

আদালতের ভাষ্য মোতাবেক, "নিষেধাজ্ঞা হল একটি আদালতের আদেশ বা রায় যা কিছু ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিবর্গকে এমন কিছু কাজ করা থেকে বিরত রাখে যা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর। নিষেধাজ্ঞাকে বিস্তৃতভাবে প্রতিরোধমূলক আদেশ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধাত্মক রিট হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা একটি ব্যক্তিকে একটি অপরাধমূলক কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করা বা চালানো থেকে বিরত রাখে, যা ইকুইটি বা সুবিবেকের বিরুদ্ধে বলে প্রতীয়মান হয়।"(Injunction, an order or judgement of a court restraining some person or persons from doing certain things which are detrimental to the interests of another or others. Injunction have been broadly defined as restraining orders, and more definitely as prohibitory writs restraining a person from committing

---

[1] K M Sharma, Stay Orders, Temporary Injunctions & Interlocutory Orders, Third Edition, 2018 LAWMANN'S, India, p. 3

or doing an act, other than a criminal act, which appears to be against equity or conscience.)[2]

Black's Law Dictionary **তে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার সংজ্ঞা:-** "একটি নিষেধাজ্ঞা হল একটি প্রতিরোধমূলক, ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার যা একটি আদালত দ্বারা জারি বা মঞ্জুর করা হয়, যা একটি মামলায় বা অভিযোগকারী পক্ষের আবেদনে বিবাদী পক্ষের প্রতি নির্দেশিত, যাতে তাকে কিছু কাজ করতে বা তার কর্মচারী বা প্রতিনিধিদের কিছু কাজ করার অনুমতি দিতে নিষেধ করা হয়, যা সেখানে সে চালিয়ে যাওয়া থেকে বারিত। এই ধরনের কাজ অন্যায় এবং ন্যায়সঙ্গত নয়, বাদীর জন্য ক্ষতিকর এবং এমন নয় যে আইন অনুসারে কোন মামলা দ্বারা যথাযথভাবে প্রতিকার করা যায়। এটি হল একটি বিচারিক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির উপর কাজ করে এবং সেই ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয় যাকে একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে বা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। (An injunction is a prohibitive, equitable remedy issued or granted by a court at the suit or a party complainant directed to a party defendant for that purpose, forbidding the latter to do some act, or to permit his servants or agents to do some act, which he is restraining him in the continuance there of. Such act being unjust and in equitable, injurious to the plaintiff, and not such as can be adequately redressed by an action at law. A judicial process operating in persona and requiring person to whom it is directed to do or refrain from doing a particular thing.)"

১.২ নিষেধাজ্ঞার বৈশিষ্ট্যসমূহ

নিষেধাজ্ঞা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে কিন্তু সাধারণভাবে কোন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকে।

ক. আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা: নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা বা না করার বিষয়টি আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। আইনগতভাবে

---

[2] Allison, Exparte, 48 Tex.crim 684: 90 S. W.492

নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করা যায় এই জন্যই আদালতে নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন না। আদালত পরিস্থিতির আলোকে বিবেচনা করবেন যে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করা যায় কিনা। এবং সমীচীন বলে প্রতীয়মান হলেই নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করবেন, অন্যথায় নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান থেকে বিরত থাকবেন।

খ. বিচারিক কার্যক্রমঃ নিষেধাজ্ঞা হলো একটি বিচারিক কার্যক্রম এবং আদালতের এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার আবেদনের পক্ষগনকে শুনে বা যে মামলায় নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করা হয়েছে সেই মামলার পক্ষগনকে শুনে বা তাদের বিষয় বিবেচনা করে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যেমনটি একটি বিচারিক কার্যক্রমে করা হয়।

গ. পক্ষের প্রতি নির্দেশঃ নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার আবেদনের কোন পক্ষকে বা মামলার কোন পক্ষকে কোনো নির্দিষ্ট আদেশ দেওয়া হয় নির্দিষ্ট কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে বা নির্দিষ্ট কোন কাজ করতে।যদি আদেশে সেধরণের কিছু না থাকে তবে সেটি নিষেধাজ্ঞার আদেশ হবে না।

ঘ. আইনসঙ্গত কাজঃ নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আদালতে যে কাজ করার বা যে কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে থাকেন সেই নির্দিষ্ট কাজটি হতে হবে আইনসঙ্গত কাজ। সাধারণত আদালত কোন পক্ষকে এমন কোন কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন যে পক্ষ সেই কাজটি করতে বাধ্য অথবা এমন কোন পক্ষকে কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন যে কাজটি করা থেকে বিরত থাকতে উক্ত পক্ষ বাধ্য।

ঙ. অমান্যের ক্ষেত্রে শাস্তিঃ নিষেধাজ্ঞা যেহেতু আদালত কর্তৃক প্রদান করা হয়ে থাকে পক্ষের অধিকার রক্ষার জন্য তাই নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্যের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। যেমন বাংলাদেশে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৯ আদেশের ২(৩) বিধি অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্যের ক্ষেত্রে সম্পত্তি ক্রোক এবং অনধিক ৬(ছয়) মাসের জন্য দেওয়ানি কারাগারে আটকে রাখার বিধান রয়েছে।

১.৩ নিষেধাজ্ঞার শ্রেণীবিভাগ

নিষেধাজ্ঞাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। নিষেধাজ্ঞাকে যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় সেই ভিত্তিগুলো নিম্নরূপঃ-